চলচ্চিত্রের প্রবাদপুরুষ এহতেশাম আর নেই

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ, তারকাসৃজনের জীবন্ত কিংবদন্তী প্রবীণ পরিচালক, প্রযোজক এহতেশাম (৭৪) আর নেই (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। বর্ণময় মধুর ভবন ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন এহতেশাম। দীর্ঘদিন বাধ্যর্কজনিত রোগ ভোগের পর গত শনিবার দিবাগত রাতে ঘুমের মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রূপালী জগতের এই মহিরুহের মহাপ্রয়াণের সংবাদে চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মুহূর্তে নেমে আসে শোকের ছায়া। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যাসহ অগণিত ভক্ত, অনুরাগী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে রোববার চলচ্চিত্র শিল্পে সকল কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। দুপুরে মরহুমের লাশ তাঁর কর্মক্ষেত্র এফডিসিতে আনা হলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সবার প্রিয় দাদু ভাইকে এক নজর দেখার জন্য সবাই ভীড় জমান। এফডিসিতে অনুষ্ঠিত জানাজায় বিপুলসংখ্যক শিল্পী, কুশলী, এফডিসির কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ভক্ত, অনুরাগীরা অংশ নেন। তাঁর লাশ বর্তমানে বারডেমে রাখা হয়েছে। তার কন্যা ও পাকিস্তানের জনপ্রিয় নায়ক নাদিমের স্ত্রী ফারজানা আসার পর বনানী গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

আবু নূর মোহাম্মদ এহতেশামুর রহমান ১৯২৭ সালের ১২ই অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন কলেজে উর্দু ও ফার্সি ভাষার শিক্ষক। তিনি 'গ্লিমসেস অব ঢাকা' পুস্তকের রচয়িতা ও বিখ্যাত ইউনানী চিকিৎসক হাকিম হাবিবুর রহমানের নাতি। তার অনুজ মরহুম মুস্তাফিজুর রহমান ও পুত্র মোস্তাকও চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সাথে জড়িত হন। ১৯৫৬-৫৭ সালে গঠন করেন চলচ্চিত্র পরিবেশনা সংস্থা 'লিওফ্লিমস্'। এ দেশে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে সময় এ দেশে প্রদর্শিত ভারতীয় ও পাকিস্তানী চলচ্চিত্রের সাথে টিকে থাকার লক্ষ্য নিয়ে তিনিই প্রথম পেশাদারী ভিত্তিতে শিল্পী-কুশলী নিয়োগসহ বাণিজ্যিক বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র এদেশে তোমার আমার (১৯৫৯)। এরপরে নির্মাণ করেন রাজধানীর বুকে, নতুন সুর, পীচ ঢালা পথ, শক্তি। ১৯৬৫ সালের পর বাঙালী শিল্পী-কুশলীদের নিয়ে তাঁর নির্মিত উর্দু চলচ্চিত্র চান্দা, সাগর, চকোরী, চাঁদ আউর চাঁদনী, দাগ সমগ্র পাকিস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সর্বশেষ '৯০ দশকে সম্পূর্ণ নতুন শিল্পী নিয়ে নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র চাঁদনী। চাঁদনী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চলচ্চিত্রে তাঁর সারাজীবনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০০১ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) পুরস্কার লাভ করেন। 'শ' অক্ষরের প্রতি ছিল এতহেশামের দুর্মর দুর্বলতা। এ কারণে তার আবিষ্কৃত নায়িকাদের নামের আদ্যক্ষরও 'শ' দিয়ে। শবনম, শাবানা, শাবনুর, শাবনাজ, শাবজানরা এহতেশামের হাত ধরে চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় স্বপ্নকন্যা হয়েছেন। সুভাষ দত্ত, রহমান, নাদিম, নাঈম, জাভেদ প্রমুখও তার আবিষ্কার। প্রকৃত অর্থে প্রথম দিককার প্রায় সবশিল্পীই তার হাত ধরে চলচ্চিত্র জগতে এসেছেন।

চলচ্চিত্রকার এহতেশামের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। গতকাল এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এহতেশামের মৃত্যুতে দেশ একজন নামজাদা চলচ্চিত্র নির্মাতাকে হারাল। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পে তার অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন, এহতেশাম ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃত। তার মৃত্যুতে চলচ্চিত্র জগত অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হলো। প্রধানমন্ত্রী শোকবাণীতে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক শোকবার্তায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তন ও উন্নয়নে তার অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তথ্যমন্ত্রী ডঃ আব্দুল মঈন খান গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে দেশের চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে এহতেশামের অবদানের কথা স্মরণ করেন। মন্ত্রী বলেন, এহতেশামের মৃত্যুতে চলচ্চিত্র অঙ্গন বিশিস্ট একজন ব্যক্তিকে হারালো। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। এছাড়া জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) যুগ্ম-মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী, এফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসিমুল বারী রাজিব, চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক ফোরাম, চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি, চলচ্চিত্র গ্রাহক সংস্থা, চলচ্চিত্র সহকারী চিত্রগ্রাহক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধ্যায়ন কেন্দ্র, জাসাস, জিসাস তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে।